FEB 2 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ......

একুশের বইমেলা

আজ শুক্রবার একুশের বইমেলা শুরু হচ্ছে। এই বইমেলার আনুষ্ঠানিক নাম 'অমর একুশে গ্রন্থমে ০০১'। আয়োজন করেছে বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এব লাদেশ সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের সহায়তায়। মেয়াদ না বাড়ানো হলে ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্য মেলা চলবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বইমেলা উদ্বোধন করবেন আজ বিকেল সা ায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান মরা আশা করছি, অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধন নির্বিঘ্ন ও নির্ঝঞ্ঝাটে তার মর্যাদা অনুযায়ী শে ব। বইমেলার ঐতিহ্য প্রতিবছরই যেন আরো সমৃদ্ধ হয় সেজন্য সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। বাংল ষা ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়েছে একুশের বইমেলা।

এবার বইমেলায় গত বছরের চেয়ে স্টলের সংখ্যা বেশি থাকবে। গত বছর ছিল ২১৫টি, এবা ৭টি। প্রকাশকরা বলছেন, অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় এবারের বইমেলা উপলক্ষে বেশি ব শিত হবে। বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি মাসই বই প্রকাশের ভর মৌসুমে পরিণত হয়েছে। ওয়াকিফহা লের মতে, সারাবছর বাংলাদেশে যত না সৃজনশীল বই প্রকাশিত হয় একুশে বইমেলা উপলক্ষে তা য় বেশি বই প্রকাশিত হয়। এক অর্থে তাকে মহানগরীর প্রকাশনা উৎসবও বলা যেতে পারে। আমর মেলার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

এবারের বইমেলায় অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি বই বিক্রি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত স ঈদের কেনাকাটার বহর দেখে এই ধারণা করা হচ্ছে। বইমেলায় যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে শৃঙ্খলা বজা ক তবে বিপুলসংখ্যায় বই বিক্রির ধারণা অমূলক নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস। প্রকাশকরা বলছেন, দের সবার মধ্যে মানসম্মত বই ছাপানোর আগ্রহ বেড়েছে। এটা ভাল লক্ষণ বই কি।

একুশের বইমেলা যেন সারা মাস ধরেই ঐতিহ্যবাহী বইমেলাই থাকে সেদিকে সবাইকে সজাগ থাকতে । বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, বইমেলা সবার যোগিতা, সমর্থন ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বারোয়ারি মেলার বদলে বইমেলায় পরিণত হয়েছে, এটা ার দিক। আমরা তার আশাবাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি। কয়েক বছর হলো বইমেলা একটি চ্ছিন্ন মেলায় রূপান্তরিত হওয়ায় বাঙালি সংস্কৃতির উৎকর্ষ সম্পর্কেও আশার আলো দেখা যাচ্ছে। ঙ্গত উল্লেখ্য, বইমেলা এবারও ধূমপান ও পলিথিনমুক্ত রাখার চেষ্টা করা হবে। নারী উত্ত্যক্তকারীদের রও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মেলার অঙ্গনে সর্বদাই সাদা পোশাকধারী পুলিশ মোতায়েন হবে।

ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত স্মৃতি এবং বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের স্মৃতি নিয়ে স ফেব্রুয়ারি মাস। ২১শে ফেব্রুয়ারি সারাবিশ্বে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হবে।

তবার প্রচারের অভাবে অনেক দেশ বাদ পড়েছিল। এবার সে ঘাটতি পূরণ করা হবে বলে আমরা নিচ্ছি। একুশে বইমেলা এসবের স্মৃতি বহন করে বাঙালির সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের প্রতীক হয়ে ক এবং সর্বস্তরের বাঙালির মিলনমেলায় পরিণত হোক আমরা সেই কামনা করছি।